যুগান্তর

তারিখ ... 28 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...১...

নোবিপ্রবিতে জুমার নামাজের সময় পরীক্ষা নিয়ে তোলপাড়

জীবনের নিরাপত্তা চাইলেন প্রক্টর

নোয়াখালী প্রতিনিধি

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে জুমার নামাজের সময় পরীক্ষা নেয়ায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও সহকারী অধ্যাপক মুশফিকুর রহমানের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠেছে। তিনি পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার্থীদের জুমার নামাজের সময় পরীক্ষা নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। এদিকে জুমার নামাজের সময় পরীক্ষা নেয়ার পর থেকে খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরই নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জুমার নামাজের সময় ক্লাস নেয়ায় তাকে একের পর এক হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। এ ব্যাপারে তিনি নোয়াখালীর সুধারাম থানায় শনিবার রাতে জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছেও তিনি চিঠি দিয়েছেন। শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, শুক্রবার (২৫ আগস্ট) দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট থেকে ১টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন-২ এ ইংরেজি বিভাগের ল্যাব পরীক্ষা নিয়েছেন প্রক্টর ও ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুশফিকুর রহমান। সেন্ট্রাল মসজিদে দেড়টায় জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হলেও তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়েছে ১টা ৩৫ পর্যন্ত। এ কারণে তাদের অনেকেই জুমার নামাজ পড়তে পারেননি। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে নোবিপ্রবির প্রক্টর সহকারী অধ্যাপক মুশফিকুর রহমান বলেন, বিষয়টি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে হয়েছে। জুমার নামাজ লক্ষ্য করে পরীক্ষা নির্ধারণ করা হয়নি। পরীক্ষার সময় আরও আগে ছিল। কিন্তু আমি যানজটের কারণে নির্ধারিত সময়ে ক্যাম্পাসে আসতে পারিনি। এ কারণে দেরিতে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের নামাজের জন্য সুযোগ দেয়া হয়েছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কেউ চাইলে নামাজে যেতে পারত। এতে বাধা দেয়ার কোনো কারণ নেই। এ নিয়ে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এ ঘটনার পর থেকে তিনি নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন। তাই সুধারাম থানায় সাধারণ ডায়েরিও করেছেন। এ ব্যাপারে নোবিপ্রবির ভিসি প্রফেসর ড. এম অহিদুজ্জামান বলেন, নামাজের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে যারা কথা বলে তারা এ বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে। জুমার নামাজের সময় পরীক্ষা নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সুধারাম থানার ওসি আনোয়ার হোসেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর জীবনের নিরাপত্তা চেয়েছেন। আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................................
তারিখ.................................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর